গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২২ উদযাপনের তারিখ নির্ধারণসহ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	মার্চ ২০, ২০২২ খ্রি.
সময়	:	সকাল ১১.০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (২য় তলা), মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট ''ক''

সভার শুরুতে সভাপতি ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন জাটকা সংরক্ষণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ" উদযাপন করা হয়ে থাকে। তিনি "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ" এর তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সভায় উপস্থিত গবেষক, মাঠ পর্যায়ে আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি এবং মৎস্যজীবী প্রতিনিধিদের সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি বেগম হাফছা বেগম, যুগ্মসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদকে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন এবং উপস্থিত সবাইকে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী মতামত ব্যক্ত করার অনুরোধ জানান।

২। বেগম হাফছা বেগম, যুগ্মসচিব সভার আলোচ্যবিষয় পাঠ করার প্রারম্ভে মৎস্য সেক্টরে ইলিশের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনের পটভূমি সভাকে অবহিত করেন। জাটকা সংরক্ষণে অধিক জনসচেতনতা সৃষ্টি ও জাটকা নিধনরোধে জেলেদের উৎসাহিত করতে ২০০৭ সাল থেকে "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ" উদযাপন করা হচ্ছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন । তিনি বিগত বছরগুলোর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনের তারিখ, স্থান এবং স্লোগান সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। সপ্তাহটি উদযাপনের জন্য তারিখ ও স্থান নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২২ উদযাপনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত কয়েকটি স্থান সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয়। এছাড়া, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত স্লোগানসমূহ সভায় পাঠ করে শোনানো হয়। সর্বশেষ ৭ (সাত) দিনের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচির উপর আলোচনা এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করার অনুরোধ জানানো হয়।

০৩। আলোচনার অংশ নিয়ে ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট বলেন, নভেম্বর থেকে জুন মোট আট মাস মৎস্য অধিদপ্তর জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকেন। এর মধ্যে মার্চ থেকে এপ্রিল মোট দুই মাস পাঁচটি অভয়াশ্রমে সকল প্রকার মাছ ধরা বন্ধ থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে মার্চের এর শেষদিকে নদীতে প্রচুর জাটকার প্রাচুর্যতা দেখা যায়। বিধায় মার্চ মাসের শেষে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপিত হলে এটি অধিক ফলপ্রসু হবে বলে সভাকে অবহিত করেন।

জনাব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বলেন, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জেলা/উপজেলা প্রশাসনকে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়, এছাড়া সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল সহযোগিতা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রদান করা হবে বলে সভাকে অবহিত করেন। তিনি সকল জেলেকে প্রণোদনার আওতায় আনলে জাটকা সংরক্ষণ অধিক ফলপ্রসু হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব রবীন্দ্রনাথ বর্মণ, পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি এপ্রিল মাসে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত ডিআইজি, নৌপুলিশ বলেন, বৃষ্টিপাত শুরু হলে নদনদীতে জাটকার প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি পায়, আবহাওয়ার পূর্বাভাসে দেখা যায়, এপ্রিল মাসের প্রথমে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, বিধায় এপ্রিল মাসের ৩/৪ তারিখ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করা যেতে পারে। এছাড়া নৌপুলিশের আওতাভুক্ত সদরঘাট ও চাঁদপুরে দুটি ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে জাটকা সম্পর্কিত ভিডিও প্রচার করা যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জনাব আনোয়ার হোসেন শিকদার, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি মার্চ মাসের শেষে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন, এছাড়া তিনি টেলিভিশন ও বেতারে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা অনুষ্ঠানে মৎস্যজীবী প্রতিনিধিদের আলোচক হিসেবে রাখার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন।

লে. কমাঃ রেদোয়ান উল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (অপারেশন্স), বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বলেন প্রান্তিক পর্যায়ে প্রচার প্রচারণা জোরদার করতে হবে, যদি প্রান্তিক পর্যায়ের জেলেদের প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে সচেতন করা যায় তাহলে অভিযান পরিচালনায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভবপর হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব মোঃ হেমায়েৎ হোসেন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসহ সরকারি সংস্থার ডিজিটাল বোর্ডে জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক ভিডিও প্রচার করার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন এটি প্রচারণার অন্যতম একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে।

জনাব মোঃ শেফাউল করিম, উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পূর্বে সংবাদ সম্মেলন করার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সকল গণমাধ্যমে তথ্য সহজে প্রচার করা সম্ভব যা প্রচারনায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

০৪। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি রেডিওসহ সকল গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা, আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ প্রচারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে সরকারের তথ্য দপ্তরের মাধ্যমে গ্রাম/শহরে স্বচিত্র ভিডিও, তথ্যচিত্র ও নাটিকা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। এছাড়া জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনের ০৭ দিনই মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক) আগামী ৩১ মার্চ হতে ০৬ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২২ উদযাপিত হবে;

খ) ৩০ মার্চ, ২০২২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; মহাপরিচলক, মৎস্য অধিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি ও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিকেল ৩.০০ টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে;

গ) ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে লৌহজং, মুন্সিগঞ্জে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও নৌর‍্যালীর মাধ্যমে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের শুভ সূচনা করবেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ.ম. রেজাউল করিম, এমপি।

ঘ) জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত বিস্তারিত আলোচনান্তে ''ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ – জাটকা ধরলে সর্বনাশ'' শ্লোগানটি তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহন করে বিধায় এবারের শ্লোগান/প্রতিপাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

ঙ) জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২২ **(৩১ মার্চ হতে ০৬ এপ্রিল পর্যন্ত)** উদযাপন উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী জাটকা সংরক্ষণ আইন বিষয়ে প্রচারণা, অভিযান পরিচালনা এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হবে।

চ) জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২২ **(৩১ মার্চ হতে ০৬ এপ্রিল পর্যন্ত)** উদযাপন উপলক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত তারিখ অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম পালিত হবে:

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, ২০২২ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কর্মসূচি :

দিন, তারিখ ও সময়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর	স্থান/মন্তব্য
১ম দিন ৩১/০৩/২২	জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ- ২০২২ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা স্থান: লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উপলক্ষে নৌ-র‍্যালী স্থান: জাটকা সমৃদ্ধ যেকোন একটি উপজেলার উদ্বোধনী স্থান সংলগ্ন নদীতে।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, • মৎস্য অধিদপ্তর • জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা) • উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) • ডিডি, এফএলআইডি • জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা) • বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, পুলিশ, নৌ-পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা।	নির্বাচিত জেলা এবং এর আশপাশের জেলা থেকে জেলেরা উপস্থিত হয়ে উদ্বোধনী সমাবেশ ও নৌর‍্যালি সাফল্যমন্ডিত করবে।
২য় দিন ০১/০৪/২২	১। জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী ও প্রচার প্রচারণা ২। ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, আড়ৎ, মাছ বাজার ও জনাকীর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে জাটকা সংরক্ষণ আইন বিষয়ে প্রচারণা ও মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা।	• উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা • জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা	ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য বাজারসহ অন্যান্য জনবহুল ৭-৮টি স্থানে প্রচারণা (যাত্রাবাড়ী, সোয়ারীঘাট, বাহাদুর শাহ পার্ক, কারওয়ান বাজারসহ)
৩য় দিন ০২/০৪/২২	বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেলে জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণে: মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থা	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর (এফএলআইডি) • বাংলাদেশ টেলিভিশন	বিটিভি/অন্যান্য বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার
	ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, আড়ৎ, মাছ বাজার ও জনাকীর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে জাটকা সংরক্ষণ আইন বিষয়ে প্রচারণা ও মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা।	• উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা • জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা • এফএলআইডি	স্থান-ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, মাছের আড়ৎ, বাজারসহ।
৪র্থ দিন ০৩/০৪/২২	১। বাংলাদেশ বেতারে জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণে: মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বিএফডিসি এবং মহাপরিচালক, বিএফআরআই। ২। ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, আড়ৎ, মাছ বাজার ও জনাকীর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে জাটকা সংরক্ষণ আইন বিষয়ে প্রচারণা ও মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, • এফএলআইডি, • বাংলাদেশ বেতার • উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা • জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা	বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য বেসরকারি জনপ্রিয় রেডিও চ্যানেলে প্রচার ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য বাজার

৫ম দিন ০৪/০৪/২২	১। ইলিশ বিষয়ক কর্মশালা ২। ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, আড়ৎ, মাছ বাজার ও জনাকীর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে জাটকা সংরক্ষণ আইন বিষয়ে প্রচারণা ও মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা।	• বিএফআরআই • উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা • জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা	ঢাকার যেকোন মিলনায়তন বা কনভেনশন সেন্টার; ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য বাজার
৬ষ্ঠ দিন ০৫/০৪/২২	জাটকা সংরক্ষণে অভিযান/ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	• উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা	ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য বাজার
৭ম দিন ০৬/০৪/২২	মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা	• উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা। • র‍্যাব, যাত্রাবাড়ি	ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন আড়ৎ, বাজার ও অবতরণ কেন্দ্র

ছ) জাটকা আহরণ প্রবণ ২০ টি জেলার (ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, শরিয়তপুর, মাদারিপুর, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা ও ঝালকাঠি) ২০টি উপজেলায় **৩১ মার্চ হতে ০৬ এপ্রিল, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২২ নিম্নলিখিতভাবে পালিত হবে:**

দিন ও তারিখ	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	স্থান/মন্তব্য
১ম দিন ৩১/০৩/২২	• শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও জেলেদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান, র‍্যালী/নৌর‍্যালী • ভ্রাম্যমান আদালত/অভিযান পরিচালনা	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	স্থানীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে
২য় ও ৩য় দিন ০১/০৪/২২ ও ০২/০৪/২২	• স্থানীয় বাজার, জেলেপল্লী ও মাছঘাটে ভিডিও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন • ভ্রাম্যমাণ আদালত/ অভিযান পরিচালনা	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	জন সমাগম হয় এমন স্থান
৪র্থ দিন ০৩/০৪/২২	• হাট বাজারে ভ্রাম্যমান আদালত/অভিযান পরিচালনা • জেলেদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (নৌকা বাইচ, হাডুডু, সাঁতার ইত্যাদি)	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	স্থানীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে
৫ম ও ৬ষ্ঠ দিন ০৪/০৪/২২ ও ০৫/০৪/২২	• মৎস্যজীবী জেলে পল্লীতে জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ সমাবেশ/ পথ নাটক/ আঞ্চলিক সংগীত/লোক সংগীত ইত্যাদি। • ভ্রাম্যমাণ আদালত/ অভিযান পরিচালনা	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	স্থানীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে
৭ম দিন ০৬/০৪/২২	• জাটকা রক্ষায় সমন্বিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

১। ১ম দিনের কর্মসূচি ব্যতীত স্থানীয় অবস্থার নিরিখে কর্মসূচির ধরণ অক্ষুন্ন রেখে বাস্তবায়নের দিন/তারিখ পরিবর্তন যোগ্য।

২। সপ্তাহ শুরুর সাত দিন পূর্বথেকে সপ্তাহব্যাপী মাইকিং, পোষ্টার লাগানো, লিফলেট বিতরণ, ভিডিও প্রদর্শণ ও স্থানীয় পত্র/পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ ইত্যাদি প্রচার-প্রচারনা কার্যক্রম চলবে।

৩। সাত দিনব্যাপী জাটকা সমৃদ্ধ এলাকার মসজিদে নামাজের পূর্বে ইমাম সাহেব কর্তৃক জাটকা আহরণ/ক্রয়/ভক্ষণ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে মুসল্লীদের আহবান জানানো।

৪। সপ্তাহব্যাপী জাটকাপ্রবণ ২০টি জেলার ৯৬টি উপজেলায় নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত / অভিযান পরিচালিত হবে।

ছ) এছাড়া নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলো গৃহীত হবে:

১. সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলাসমূহ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২২ যথাযথভাবে উদযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
২. জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুন্সিগঞ্জ আলোচনা করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও নৌর‍্যালীর স্থান নির্বাচন করবেন;
৩. নৌর‍্যালীতে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড এবং নৌপুলিশ সুসজ্জিত নৌযান সরবরাহ করবেন;
৪. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২২ উদযাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করতে হবে;
৫. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২২ এর কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের অনুমোদিত কর্মসূচি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
৬. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২২ এর শ্লোগান হিসেবে ''ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ–জাটকা ধরলে সর্বনাশ'' শ্লোগানটি ব্যবহৃত হবে;
৭. মৎস্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় থেকে জাটকা বন্ধ করার কর্যক্রমের নিবিড় মনিটরিং করতে হবে;
৮. জাটকা রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার এবং সপ্তাহ উদযাপনের জন্য তথ্য/শ্লোগান সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্লোগানটি মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে;
৯. জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে অনুষ্ঠানাদির রেকর্ডিংসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন এবং মৎস্য অধিদপ্তর প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় পোস্টার, লিফলেট তৈরীপূর্বক মাঠ পর্যায়ের বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন তাদের ফ্রিজিং ভ্যানের মাধ্যমে প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৬। সভাপতি মহোদয় জাটকা রক্ষা কার্যক্রম ও "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২২" সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২২/০৩/২০২২
(ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী)
সচিব

পত্র সংখ্যাঃ ৩৩.০০.০০০০.১২৭.১২.০০৩.১৬-৭০ তারিখঃ ২২/০৩/২০২২ খ্রি.।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সদস্য, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১০। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
১১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
১২। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), পিলখানা, ঢাকা।
১৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, খিলগাঁও, ঢাকা।
১৪। মহাপরিচালক, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), কুর্মিটোলা, উত্তরা, ঢাকা।
১৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৬। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ২৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামোটর, শাহবাগ, ঢাকা।
১৭। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
১৮। এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, গুলফেঁশা টাওয়ার, বড় মগবাজার, ঢাকা।
১৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
২০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
২১। মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
২২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
২৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
২৪। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ, লেভেল-১৩, টাওয়ার-১, পুলিশ প্লাজা কনকর্ড, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
২৫। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
২৬। পরিচালক, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, অপারেন্স ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
২৭। পরিচালক, নৌ অপারেশন্স, নৌসদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা।
২৮। পরিচালক, এয়ার অপারেশন্স পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, ঢাকা।
২৯। উপ-পরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৩০। বিভাগীয় উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর (ঢাকা/ বরিশাল/ খুলনা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী)।
৩১। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), সমন্বয়কারী, জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
৩২। জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩। সভাপতি/সদস্য সচিব, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা।
৩৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, লঞ্চ মালিক সমিতি, ৭৫/এ, কাকরাইল, ঢাকা।
৩৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ট্রাক মালিক সমিতি, ঢাকা।
৩৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ট্রলার মালিক সমিতি, ঢাকা।
৩৭। সভাপতি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি, ২৩/২, তোপখানা রোড (নীচ তলা), ঢাকা।
৩৮। সভাপতি, জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতি, ১২৩, নিউ কাকরাইল রোড, মৌবন সুপার মার্কেট ঢাকা।
৩৯। সভাপতি/মহাসচিব, মৎস্যজীবী উপজাতি এবং হত দরিদ্র উন্নয়ন সোসাইটি।
৪০। সভাপতি/সদস্য সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, ৯-ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৪১। সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ, ঢাকা।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
০২। সচিব একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৪। অফিস কপি/মাস্টার নথি।

22/6/2022

হাফছা বেগম
যুগ্মসচিব
ফোন-৯৫৪০০৮১